সংবাদ

তারিখ 24 NOV 2017
পৃষ্ঠা ১৮ কলাম ৬

সমাপনী পরীক্ষার প্রশ্নপত্রে ভুল

কর্মকর্তা বরখাস্ত

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

পঞ্চম শ্রেণীর প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষার 'বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয়' বিষয়ের ইংরেজি ভার্সন প্রশ্নপত্রে অসংখ্য ভুলের জন্য দায়ী এক কর্মকর্তাকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়েছে। এ কর্মকর্তার নাম আবদুল মান্নান। তিনি গাইবান্ধার সাদুল্লাপুরের সহকারী উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা। এ বিষয়ে গতকাল একটি আদেশ জারি করা হয়। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের (ডিপিই) মহাপরিচালক আবু হেনা মোস্তফা কামাল বলেন, 'ওই কর্মকর্তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা করে পরবর্তী ব্যবস্থা নেয়া হবে।' জানা গেছে, পঞ্চম শ্রেণীর সমাপনী পরীক্ষার প্রশ্ন প্রণয়ন করে ময়মনসিংহে অবস্থিত জাতীয় প্রাথমিক

সমাপনী : পৃষ্ঠা : ২ ক : ২

সমাপনী : পরীক্ষার

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

শিক্ষা একাডেমি (নেপ)। সেখানে নির্ধারিত প্যানেলের মাধ্যমে প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করা হয়। এর আগে গত মঙ্গলবার অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয় বিষয়ের ইংরেজি ভার্সনের প্রশ্নপত্রে ব্যাপক ভুল ধরা পরে। এতে বাক্য গঠন থেকে শুরু করে শব্দে অনেক ভুল ছিল। এ নিয়ে ব্যাপক সমালোচনা চলছে বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে। ক্ষোভ প্রকাশ করছেন অভিভাবক ও শিক্ষকরা।

সিলেট ও নারায়ণগঞ্জ অঞ্চলের প্রশ্নপত্রে এ ঘটনা ঘটে। এই অংশে প্রশ্নের অনুবাদের দায়িত্বে ছিলেন গাইবান্ধার সাদুল্লাপুরের সহকারী উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা আবদুল মান্নান। পরীক্ষার প্রথম প্রশ্নটি বাংলায় ছিল 'মুজিবনগর সরকার গঠিত না হলে নিচের কোন সমস্যাটি হতো। ইংরেজি ভার্সনে এর অনুবাদ করে প্রশ্ন করা হয়েছে, 'ডযধঃ ড়িষফ যধঢ়ঢ়বহ রভ হড়ঃযব গঁলরনহধমধৎ মড়াঃ. ধিং ভড়ৎসবফ'। একটি প্রশ্নে মুক্তিযুদ্ধের ইংরেজি করা হয়েছে 'ফ্রিডম ফাইট'। আরও বেশ কিছু বাক্যে ও শব্দে ভুল ছিল। ৫০টি নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের মধ্যে ৪০টিতেই ভাষা ও ব্যাকরণগত ভুল ছিল। এগুলোসহ পুরো প্রশ্নপত্রে ভুলের সংখ্যা ছিল অর্ধ শতাধিক।

ডিপিই'র কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, 'ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলে ভিন্ন ভিন্ন সেটের প্রশ্নে পরীক্ষা নেয়া হয়। প্রশ্নপত্রে ভুলের পেছনে নেপের কতিপয় কর্মকর্তা ও শিক্ষকদের দায়িত্বে অবহেলার কথা আগেই বলেছেন 'প্রাথমিক শিক্ষক অধিকার সুরক্ষা ফোরামে'র আহ্বায়ক সিদ্দিকুর রহমান। তিনি বলেন, কম টাকা খরচ করে প্রশ্নের অনুবাদ করানো হয়। এজন্য প্রতিবছরই কমবেশি ভুল থাকে। এবার একটু বেশি ভুল হয়েছে। ইংরেজি ভার্সনের প্রশ্নপত্রে ভুল থাকার বিষয়টি স্বীকার করলেও প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমিকে দায়ী করেছেন অনেক জেলা ও উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা।

সিলেটের জেলা সরকারি প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মোহাম্মদ আমিরুল ইসলাম বলেছেন, 'প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি প্রশ্ন তৈরি করে থাকে। আমরা যে প্রশ্ন পাই, সেটাই কেন্দ্রগুলোতে সরবরাহ করি। প্রশ্নে ভুল আছে কী নেই, সেটা দেখা আমাদের দায়িত্বের ভেতর পরে না। সিলেট অঞ্চলে যে সেটে এই পরীক্ষা নেয়া হয়েছিল, তার সঙ্গে অন্য অঞ্চলের প্রশ্নপত্রের মিল নেই।'

সিলেটে 'বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচিতি' বিষয়ে ইংরেজি ভার্সনের এই প্রশ্নপত্রে ৭ শতাধিক শিক্ষার্থী পরীক্ষা দিয়েছেন বলে জানান আমিরুল ইসলাম।